ভোরের কাগজ

১০/১১/২০০৩

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩....

# ব্রিটিশ আমলের আইনে ঢা.বি উপাচার্যকে সরানোর চেষ্টা!

## সম্ভাব্য প্রার্থী বিতর্কিত আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী

রাশিদুল হাসান : বিদ্যমান প্রচলিত আইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যকে সরাতে না পেরে ব্রিটিশ আমলে প্রচলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সাহায্যে তাকে সরানোর কৌশল নিয়েছে বিএনপি-জামাত প্রার্থী সাদা দলের শিক্ষকরা। ঐ আইনের মাধ্যমে উপাচার্যকে সরানোর বিভিন্ন ফাঁক ফোকড় সাদা দলের শিক্ষকরা ইতিমধ্যে বর্তমান জোট সরকারকে অবহিত করেছেন বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় এই আইনটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন প্রচলিত নয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্তি দেওয়ার জন্য নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুপারিশকৃত হয়ে ২/১ দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উক্ত শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে কয়েক হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। এ ঘটনায় ঐ অনুষদের পরবর্তী

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

# ব্রিটিশ আমলের আইনে ঢা.বি উপাচার্যকে সরানোর চেষ্টা!

● প্রথম পাতার পর,

ডিন (যিনি বর্তমানে সাদা দলের শিক্ষক) অধ্যাপক মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ বাদী হয়ে কোর্টে মামলা করেন। জানা যায়, কোর্টের বিচারে আত্মসাতের ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাপক দণ্ডিত হন। সূত্র জানায় ৮/৯ বছর আগের ঐ ঘটনায় সে সময় তার উপউপাচার্য হওয়ার কথা থাকলেও তৎকালীন বিএনপি সরকার তাকে আর ঐ পদে নিযুক্তি দেননি।

প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে এ— খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এমনকি সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে।

প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহকে 'বিতর্কিত' এবং 'সুবিধাভোগী' শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক বলেন, সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তার চেয়েও অভিজ্ঞ, যোগ্য এবং সফল শিক্ষক রয়েছেন।

জানা যায়, উক্ত শিক্ষকের একটি থিসিস পেপারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আতাউর রহমান। জা.বি. থেকে প্রকাশিত একটি জার্নালে তিনি এ অভিযোগ সম্পর্কে লেখেন।

এদিকে ব্রিটিশ আমলের যে আইনটির মাধ্যমে বর্তমানে উপাচার্যকে সরানোর চেষ্টা চলছে সেটি হলো General Clause Act. এ আইনের আওতায় সরকার চাইলে উপাচার্যকে সরিয়ে দিতে পারেন বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক। তবে তিনি আরো বলেন, ঐ আইনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ '৭৩ খাপ খায় না। দুএকটি বিষয় ছাড়া ব্রিটিশ আমলের ঐ আইন ব্যবহার করা হয় না বলেও তিনি জানান।

বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুয়ায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো বিধান নেই যদি না উপাচার্য নিজে পদত্যাগ করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বর্তমান পরিস্থিতিতে তার করণীয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটরদের কাছে পরামর্শ চাইলে সিনেটরগণ তাকে পদত্যাগ না করে কাজ চালিয়ে যেতে বললে বিপাকে পড়ে যান সাদা দলের শিক্ষকরা। তারা উপাচার্যকে হুমকি ধামকি এবং বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল করে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবেন এমনটি ভাবলেও তাদের সে কৌশল ফলপ্রসূ হয়নি। এমতবস্থায় তারা ব্রিটিশ আমলের উক্ত আইন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।